শক্তিতত্ত্ব

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ চিৎ-স্বরূপ; তাঁহার এই চিৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় শক্তিকে চিৎ-শক্তি (চিচ্ছক্তি) বলে; এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই এই শক্তি ক্রিয়াশীলা; এই শক্তির সাহায্যেই লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ-লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন; এজন্য এই শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে। এই শক্তি স্বরূপেও চিদ্‌বস্তু, স্বপ্রকাশ বস্তু। অনন্ত কোটি জীব শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ। জীব-শক্তিকে তটস্থা-শক্তিও বলে, কারণ, ইহা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কোনটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে; তদুভয় হইতে পৃথক্ একটা শক্তি—সমুদ্রের তট যেমন সমুদ্রেরও অন্তর্ভুক্ত নহে, উচ্চ-তীরেরও অন্তর্ভুক্ত নহে, উভয় হইতে পৃথক্ একটা স্থান, তদ্রূপ। "তত্তটস্থঞ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাৎ। সন্দর্ভঃ॥" এই জীবশক্তি কিন্তু স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তি এতদুভয়ের নিয়ন্ত্রণেই প্রবেশ করিতে পারে। জীব যখন স্বীয়-স্বরূপের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া যায়, তখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কবলে পতিত হয়; আর যখন স্বীয় স্বরূপের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তাহাকে অঙ্গীকার করে। যে শক্তির কার্য্যক্ষেত্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তাহাকে মায়াশক্তি বলে। এই শক্তি কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারে না, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির কার্য্যস্থলেও যাইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ হইতে এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির কার্য্যস্থল হইতে সর্ব্বদা বাহিরে থাকে বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে।

গুণমায়া ও জীবমায়া। মায়াশক্তির দুইটী বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বলে গুণমায়া; ঈশ্বরের শক্তিতে এই গুণমায়া জগতের গৌণ-উপাদান রূপে পরিণত হয়। জীবমায়াও ঈশ্বরের শক্তিতে বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহাকে মুগ্ধ করে; জীবমায়া এইরূপে ঈশ্বরের শক্তিতে, সৃষ্টিকার্য্যে জগতের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বরের সহায়তা করিয়া গৌণ-নিমিত্ত-কারণ-রূপে পরিণত হয়। এই মায়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে কখনও সংসার-সুখ ভোগ করায়, আবার কখনও বা দুঃখ দিয়া জর্জ্জরিত করে।

সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। ভগবানের স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটী বস্তু আছে। তদনুসারে তাঁহার চিচ্ছক্তিরও তিনটী বৃত্তি আছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। তাঁহার সৎ-অংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী; চিৎ-অংশের শক্তিকে বলে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনী। সন্ধিনী—সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজের সত্তাকে রক্ষা করেন এবং অপরের সত্তাকেও রক্ষা করেন। সম্বিৎ—জ্ঞান (চিৎ)-সম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজেও জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন। আর হ্লাদিনী—আনন্দ-সম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং অপরকেও আনন্দদান করিতে পারেন। ইহাদের প্রত্যেক শক্তিরই আবার অনন্ত বিলাস-বৈচিত্রী আছে। (১।২।৮৪ পয়ারের টীকায় স্বরূপশক্তিসম্বন্ধে, ১।২।৮৬ পয়ারের টীকায় জীবশক্তি সম্বন্ধে এবং ১।২।৮৫ পয়ারের টীকায় ও ১।১।২৪ শ্লোকটীকায় মায়াশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

সৎ, চিৎ এবং আনন্দকে যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তদ্রূপ, সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনীকেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চিচ্ছক্তির যে বিলাসে ইহাদের একটী বর্ত্তমান থাকিবে, সেই বিলাসে অপর দুইটীও বিদ্যমান থাকিবেই, তবে হয়তো পরিমাণের কিছু তারতম্য থাকিতে পারে।

শুদ্ধসত্ত্ব। মূর্ত্তি। চিচ্ছক্তি স্বপ্রকাশ, চিচ্ছক্তির বৃত্তিও স্বপ্রকাশ—তাহা নিজকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ-বৃত্তি বিশেষের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার

স্বরূপে বা স্বরূপ-শক্তির পরিণতি পরিকরাদি-বিশেষ-রূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়েন, সেই বৃত্তি-বিশেষকে শুদ্ধ-সত্ত্ব বলে (ভগবৎ সন্দর্ভ। ১১৮)। মায়ার সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলে। বিশুদ্ধ সত্ত্বে যখন সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আধার-শক্তি। যখন সংবিৎ-শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বলে আত্মবিদ্যা; আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। গুহ্যবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি প্রকাশিত হয়। আর বিশুদ্ধ-স্বত্ত্বে যখন হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—এই তিনটী শক্তিই যুগপৎ সমান ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে বলে মূর্ত্তি; এই শক্তিত্রয়-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব (বা মূর্ত্তি) দ্বারা পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ ও পরিকরাদির বিগ্রহ প্রকাশিত হয়। (১।৪।৫৫ পয়ারের টীকায় এবং ১।৪।১০ শ্লোকটীকায় শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

মূর্ত্তা ও অমূর্ত্তা শক্তি। এই শক্তি-সমূহের আবার দুই রূপে স্থিতি—প্রথমতঃ কেবল মাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; দ্বিতীয়তঃ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে তাহারা ভগবদ্-বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। আর মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা ভগবৎ-পরিকরাদিরূপে অবস্থান করেন। ভগবৎ-সন্দর্ভ। ১১৮। শ্রীরাধিকাদি হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ।

যোগমায়া। চিচ্ছক্তির আর এক মূর্ত্ত বিগ্রহের নাম যোগমায়া। ইনি প্রকট-লীলার সহায়কারিণী। প্রকট-লীলায় রস-পুষ্টির নিমিত্ত কোনও কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরগণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া তাঁহাদের স্বরূপের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করার প্রয়োজন হয়; যোগমায়াই এইরূপ মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনন্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের সুযোগ করিয়া দেন। এই যোগমায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

জীবমায়া ও যোগমায়ার পার্থক্য। জীবমায়া ও যোগমায়ার পার্থক্য এই যে, স্বরূপ-লক্ষণে জীবমায়া হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি, আর যোগমায়া হইতেছেন তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি। তটস্থ-লক্ষণে জীবমায়ার কার্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, যোগমায়ার কার্য্য চিন্ময় ভগবদ্ধামে। জীবমায়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের মুগ্ধত্ব জন্মায়—জীব-স্বরূপ-বিরোধী—হেয়, নশ্বর, পরিণাম-দুঃখময় এবং কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাবর্দ্ধনকারি প্রাকৃত সুখভোগের নিমিত্ত; আর যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের এবং কৃষ্ণোন্মুখ শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ত ভক্তগণের মুগ্ধত্ব জন্মায়—লীলারসের পুষ্টিসাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের নিমিত্ত এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস ভক্তগণকে ভোগ করাইবার নিমিত্ত।